দৈনিক খবর

তারিখ 19.NOV 1989
পৃষ্ঠা 6 কলাম 2

044

মতামত

প্রসঙ্গ ঃ নবম ও দশম শ্রেণীতে ধর্ম শিক্ষা

১৯৯১ সালের এসএসসি পরীক্ষায় ধর্ম শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ১৯৮৯ সালে যে সকল ছাত্র-ছাত্রী নবম শ্রেণীতে আছে তারাই ১৯৯১ সালে এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে। ধর্ম শিক্ষাকে সকল ধর্মের ছেলেমেয়েদের জন্য বাধ্যতামূলক করা সত্ত্বেও একটি অতি সামান্য অসুবিধার অজুহাত দেখিয়ে অধিকাংশ নন-মুসলিম ছেলেমেয়েদেরকে ধর্ম শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। কারণ স্বরূপ বলা হয়েছে, নন-মুসলিম ছেলেমেয়েদেরকে তাদের ধর্ম শিক্ষা দেওয়ার মত শিক্ষক বিদ্যালয়গুলোতে নেই। এ কারণটি মোটেও সঠিক নয়। বাংলাদেশে এমন বিদ্যালয় নেই যেখানে ননমুসলিম শিক্ষক নেই। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে একাধিক ননমুসলিম শিক্ষকও রয়েছেন। বর্তমানে প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৬ষষ্ঠ হতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ননমুসলিম ছেলেমেয়েদেরকে তাদের ধর্ম শিক্ষা বাধ্যতামূলকভাবে পড়ানো হচ্ছে। যে শিক্ষক অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্ম শিক্ষা পড়াতে পারেন তিনি যে নবম-দশম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্ম শিক্ষা পড়াতে পারবেন না তা আদৌ যুক্তিসঙ্গত নয়। সিলেবাসে ননমুসলিম ছেলেমেয়েদের জন্য ধর্ম শিক্ষার ব্যাপারে নমনীয়তা প্রদর্শন সরকারী নীতির পরিপন্থী। মুসলমান-অমুসলমান সকল সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের ধর্ম শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। সিলেবাসে ননমুসলিম ছেলেমেয়েদের ধর্ম শিক্ষার ব্যাপারে নমনীয়তা প্রদর্শন ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও অভিভাবক মহলে যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ ঘটিয়েছে। আমরা চাই নীতিবান নাগরিক। ধর্ম শিক্ষা সেই নীতিবান নাগরিক সৃষ্টিতে সহায়তা করে থাকে। সুতরাং সকল ধর্মের ছাত্র-ছাত্রী যার যার ধর্ম শিক্ষা করবে এটাই কাম্য।

আমাদের জানা মতে প্রায় সকল বিদ্যালয়েই ননমুসলিমদেরকে ধর্ম শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। অতি কম সংখ্যক বিদ্যালয়ে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সিলেবাসের নমনীয়তার জন্যে ঐ সকল বিদ্যালয়ের ননমুসলিম ছেলেমেয়েদেরকে ধর্ম শিক্ষার পরিবর্তে নৈর্বাচনিক বিষয়সমূহ হতে যে কোন একটি বিষয় পড়ানো হয়ে থাকে। এ সমস্যার সহজ সমাধান রয়েছে ১৯৮৭ সালে বর্তমান সরকার কর্তৃক গঠিত সর্বশেষ উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের ৭৯নং পৃষ্ঠায়। উক্ত রিপোর্টে ধর্ম শিক্ষা/নৈতিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করা হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে শুধু ননমুসলিম ছেলেমেয়েদের জন্য তাদের ধর্ম শিক্ষা/ নৈতিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হলে সকল ধর্মের ছেলেমেয়ে, শিক্ষক ও অভিভাবকগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে এবং সিলেবাসেও সমতা আসবে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, নৈতিক শিক্ষা বিষয়টি সকল ধর্মের শিক্ষকই পড়াতে পারবেন। কাজেই বিষয়টি ননমুসলিম ছেলেমেয়েদের জন্য বাধ্যতামূলক না করার যে কারণটি উল্লেখ করা হয়েছিল তা আর থাকবে না।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে যে, ননমুসলিম ছেলেমেয়েদের জন্য সিলেবাস ধর্ম শিক্ষায় নমনীয়তার কারণে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তার নিরসনকল্পে নবম ও দশম শ্রেণীর সিলেবাস হতে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি বিষয়সমূহ এবং আরো কয়েকটি বিষয়কে বাদ দেওয়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। বর্তমান সরকার শিক্ষাকে বাস্তবমুখী ও কর্মমুখী করার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এ লক্ষ্য উত্তরণে বর্তমান সরকার ১৯৮৭ সালের এপ্রিল মাসে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করেছেন। কমিশন ইতিমধ্যে সরকারের কাছে তাঁদের সুপারিশমালা পেশও করেছেন। উক্ত কমিশন রিপোর্টের সুপারিশমালায় শিক্ষাকে বাস্তবমুখী ও কর্মমুখী করার প্রয়াস আমরা লক্ষ্য করছি। কমিশন রিপোর্টের ৭৯-৮১ নং পৃষ্ঠায় নবম ও দশম শ্রেণীর পঠিত বিষয়সমূহের মধ্যে স্পষ্টভাবে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক বিষয়সমূহ যেমন -জ্যামিতিক ও কারিগরি অংকন, কাঠের কাজ, লোহালক্কড়ের কাজ, ফলিত বিদ্যুৎ ও গৃহনির্মাণ ইত্যাদির উল্লেখ রয়েছে। এ ছাড়াও অতীতের শিক্ষা কমিশনগুলো যেমন, (১) ১৯৫৯ সালে শরীফ কমিশন কর্তৃক প্রণীত রিপোর্টের ১৫০-১৫১ নং পৃষ্ঠায় মাধ্যমিক পর্যায়ে নবম ও দশম শ্রেণীতে উপরোক্ত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক কোর্সসমূহ প্রবর্তনের জোর সুপারিশ করা হয়েছে। (২) ১৯৭৪ সালে ডঃ কুদরত-ই খুদা কমিশনের রিপোর্টের ২৯-৩৮ নং পৃষ্ঠায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম ও দশম শ্রেণীতে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক বিষয়সমূহ প্রবর্তনের জোর সুপারিশ করা হয়।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ১৯৫৮ সাল হতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এ সকল কারিগরি ও বৃত্তিমূলক বিষয়সমূহ পড়ানো হচ্ছে। জেলা স্কুল, ক্যাডেট কলেজ ও বিভিন্ন মিশনারী স্কুলসহ প্রায় ৬ শতেরও অধিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বর্তমানে এ সকল কারিগরি ও বৃত্তিমূলক বিষয়সমূহ পড়ানো হচ্ছে এবং কমপক্ষে ২,৫০০ জন শিক্ষক এসব বিষয়সমূহ শিক্ষাদান কাজে নিয়োজিত আছেন। ক্যাডেট কলেজ, জেলা স্কুল ও মিশনারী স্কুলের অতি মেধাসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীরাই যারা ভবিষ্যতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বে তারা এই বিষয়গুলো নিয়ে থাকে। কাজেই ঐ সকল মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে এই সকল বিষয়ে উচ্চ নম্বর উঠানো কঠিন ব্যাপার নয়। যে সকল ছাত্র-ছাত্রী সাধারণ গণিত, নৈর্বাচিক গণিত ও একাধিক বিষয়ে উচ্চ নম্বর পেয়ে থাকে তারা যদি এ সকল বৃত্তিমূলক বিষয়ে উচ্চ নম্বর পেয়ে যায় তা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

এখানে আরও উল্লেখ্য যে, ননমুসলিম ছেলেমেয়েদের ধর্ম শিক্ষা সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে যদি সিলেবাস থেকে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি বিষয়সমূহকে বাদ দেওয়া হয় তাহলে আসল সমস্যারও সমাধান হচ্ছে না বরং আরও নতুন সমস্যার সৃষ্টি হবে। সমস্যাগুলো নিম্নরূপঃ-

১। সরকারের পরিকল্পিত কর্মমুখী শিক্ষানীতি কর্মবিমুখ শিক্ষানীতিতে পরিণত হবে।

২। দেশে শিল্প বিস্তারের জন্য দক্ষ, আধা দক্ষ ও কারিগর তৈরী দারুণভাবে ব্যাহত হবে যা বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় অর্থনীতির ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে।

৩। ভবিষ্যতে এ দেশ কৃতীমান প্রকৌশলী ও কারিগর সৃষ্টি হতে বঞ্চিত হবে

৪। বর্তমান যান্ত্রিক যুগে যেখানে পৃথিবীর অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশসমূহে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে সর্বাধিক প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে সেখানে আমাদের দেশে এই শিক্ষাকে মাধ্যমিক পর্যায়ে বিলুপ্ত করলে কর্মমুখী শিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করা হবে।

৫। পাকিস্তান আমল হতে অদ্যাবধি গঠিত প্রত্যেকটি জাতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে মাধ্যমিক পর্যায়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষার স্বপক্ষে জোর সুপারিশ থাকা সত্ত্বেও বর্তমান পাঠ্যসূচী হতে কারিগরি বিষয়সমূহকে বাদ দিলে কমিশনের বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দকে শুধু অবমাননা করা হবে না বরং সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে।

৬। শ্রমের প্রতি অমর্যাদা দিন দিন বৃদ্ধি পাবে এবং ভবিষ্যৎ নাগরিক শ্রমবিমুখ হয়ে পড়বে।

৭। তাত্ত্বিক বিষয়ের দিক ছাত্র-ছাত্রীদের প্রবণতা বাড়বে।

৮। আর্থিক দৈন্যের কারণে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে অপারগ ছাত্র-ছাত্রী বিদ্যালয়ে এই শিক্ষা গ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহে সক্ষম হতো। এখন সেই সুযোগ থেকেও তারা বঞ্চিত হবে

৯। প্রায় ২,৫০০ জন শিল্পকলা শিক্ষক ক্ষতিগ্রস্ত ও বেকার হয়ে পড়বেন।

১০। উল্লেখিত বিরাট সংখ্যক শিক্ষক বেকার হওয়ার ফলে তাঁদের পারিবারিক ও সামাজিক বিভিন্ন সমস্যার উদ্ভব হবে।

১১। কোটি কোটি টাকার মূল্যবান যন্ত্রপাতি, মেশিনপত্র, সাজ-সরঞ্জাম ও কর্মশালা অকেজো ও বিনষ্ট হয়ে যাবে।

কাজেই ব্যাপারটি গভীরভাবে চিন্তা করে এবং শিক্ষাকে কর্মমুখী করার লক্ষ্যে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সর্বশেষ শিক্ষা কমশিনের সুপারিশ অনুযায়ী নবম ও দশম শ্রেণীতে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি বিষয়সমূহের ওপর অধিক গুরুত্ব প্রদান, এবং বর্তমান উদ্ভূত সমস্যা নিরসনের জন্য আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট নিম্নের সমাধানমূলক সুপারিশমালা পেশ করছি।

১। ইসলাম ধর্ম শিক্ষার মত অন্যান্য ধর্ম শিক্ষাও বাধ্যতামূলক করা হোক।

২। ননমুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য তাদের ধর্ম শিক্ষা বিশেষ কোন কারণে বাধ্যতামূলক করা সম্ভব না হলে, বিকল্প হিসেবে নৈতিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হোক। (সর্বশেষ জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, ১৯৮৯-এর ৭৯ নং পৃষ্ঠায় ক্রমিক নং ৫ অনুযায়ী)।

৩। ননমুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের ধর্ম শিক্ষা/নৈতিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করে বর্তমান নবম শ্রেণী হতে প্রবর্তিত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক বিষয়সমূহসহ নির্ধারিত পাঠ্যসূচী বহাল রাখা হোক।

৪। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক বিষয়গুলোর পাঠ্যসূচী এবং পাঠ্য বইয়ের সংস্কার করা হোক।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের
শিল্পকলা শিক্ষকবৃন্দ